বিজনাস ডট কমের কৌশলেই লাইফ লাইনের প্রতারণা

আহসান কবির ও
খোন্দকার তানভীর জামিল

- ভাই, জরুরি কথা আছে, বললেন শাহ আলম। থাকেন উত্তরায়। একটি ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপের মালিক।

: কি ব্যাপার, বলুন। (এই প্রতিবেদকের উত্তর।)

- ৩-৪ দিন আগে এক বাসায় কাজে গেছিলাম। তো ঐ বাসার রনি ভাই ঢাকা ভার্সিটিতে পড়ে। আবার ব্যবসাও করে। আমারেও খুব কইরা বলতেছে ব্যবসা করতে। এখন ৬০০ টাকা দিতে হইবো। পরে বাকি ৯০০ টাকা দিলে একটা ডিনার সেট দিবো। আর দুইজন কাস্টমার ঠিক করতে হইবো যারা আমার মতো পণ্য কিনবো। ব্যস, এরপর নাকি খালি টাকায় টাকা, কমিশন বাবদ। দোকানটা কাঁটাবন মোড়ে। নাম ...লাফালাফি ...না জানি... লোফার....

: লাইফ লাইন? (প্রতিবেদকের প্রশ্ন)

- হ্যাঁ হ্যাঁ, লাইফ লাইন, এরা কিভাবে ব্যবসা করে জানেন? বলে নিজেই বলতে শুরু করলেন শাহ আলম।

: এদের ব্যবসা পদ্ধতিকে বলা হয় MLM মানে মাল্টিলেভেল বা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং। আপনি ৫৫০০ টাকায় MLM কোম্পানি থেকে একটি পণ্য কিনবেন এবং আপনার মাধ্যমে এই কোম্পানি থেকে আরও দু'জন (A ও B) ১১ হাজার টাকায় দুটি পণ্য কিনলে কোম্পানি থেকে আপনি কমিশন পাবেন ৬০০ টাকা। একইভাবে আপনার নিচের দু'জন (A ও B) এর মাধ্যমে দু'জন দু'জন করে মোট ৪ জন (W, X; Y, Z) পণ্য কিনবে এ কোম্পানি থেকে। তখন আপনি ১২০০ টাকা ও নিচের দু'জনের (A ও B) প্রত্যেকেই ৬০০ টাকা করে কমিশন পাবেন। এর পরের ধাপে ৪ জনের (W, X; Y, Z) মাধ্যমে ৮ জন (A, B; C, D; E, F; G, H) পণ্য কিনলে কমিশন বাবদ আপনি ৩৬০০ টাকা, দুজন (A ও B) মাথাপিছু ১২০০ টাকা করে, ৪ জনের (W, X, Y, Z) প্রত্যেকে ৬০০ টাকা করে পাবেন। এবার ৮ জনের (A, B; C, D; E, F; G, H) মাধ্যমে ১৬ জন পণ্য কিনলে আপনি ৭২০০ টাকা, দুজন (A ও B) মাথাপিছু ৩৬০০ টাকা, এর পরের চার জনের (W, X, Y, Z) প্রত্যেকে ১২০০ টাকা এবং ৮ জনের (A, B; C, D; E, F; G, H) প্রত্যেকে ৬০০ টাকা করে কমিশন পাবেন। এই ১৬ জনের মাধ্যমে ৩২ জন পণ্য কিনলে...

: বুঝছি, বুঝছি, ভালো চিটারি ব্যবসা। নইলে কেয়ামত পর্যন্ত কমিশন দিবো কেমনে? তয় ধরা পড়লে জামিন নাই। কিল একটাও মাটিতে পড়বো না। তারপরে পত্রিকায় লেখা হইবে, এবার গণপিটুনীতে চিটার (প্রতারক) নিহত, হাসতে হাসতে বললেন শাহ আলম।

প্রতারণামূলক ব্যবসা বিজনাস ডট কম সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে জানা যায়, MLM অর্থাৎ মাল্টি লেভেল বা নেটওয়ার্ক মার্কেটিংয়ের নামে বর্তমানে দেশে ২২টি প্রতিষ্ঠান সাধারণ মানুষকে ধোকা দিয়ে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে এবং এর একটি বড় অংশ বিদেশে পাচার করা হয় হুন্ডির মাধ্যমে। প্রতারণামূলক MLM ব্যবসার সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বিজনাস ডট কম, গ্রামীণ স্টার এডুকেশন, লাইফ টাইম কনসেপ্ট, লাইফ লাইন ট্রেডিং এসোসিয়েটস লিঃ (মিশন থারটিন), আল ফালাহ কমিউনিকেশন সার্ভিসেস লিঃ, এ-ওয়ান, ডোরওয়ে মার্কেটিং লিঃ, এমএক্সএন (MXN) মার্কেটিং প্ল্যান, জ্ঞানো এক্সেল এন্টারপ্রাইজ এসডিএন. বিএইচডি, নিউওয়ে (সাবেক জিজিএন), ডিএক্সএন, ড্রিম বাংলা, এফআইসি, সেপ (প্রাঃ) লিঃ (SAP), ইউনিসল এবং ডেসটিনি-২০০০ অন্যতম।

ইতিপূর্বে সাপ্তাহিক ২০০০-এর বর্ষ ৭ সংখ্যা ১৪-তে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতারণামূলক ব্যবসা সম্পর্কে রিপোর্ট প্রকাশিত হলে কোম্পানিগুলো তাদের প্যাকেজ ক্রেতা বা সদস্যদের তোপের মুখে পড়ে কোনো প্রশ্নের সদুত্তর দিতে ব্যর্থ হয়। সাময়িক কৌশল হিসেবে ব্যবসায়িক কর্মকান্ড পরিচালনায় 'ধীরে চলো' নীতি গ্রহণ করে। অভিযোগ আছে, সংশ্লিষ্ট মহলকে ম্যানেজ করে আবারও প্রতারণামূলক ব্যবসায় নেমেছে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস কেন্দ্রিক লাইফ লাইন ট্রেডিং এসোসিয়েটস লিঃ (মিশন থারটিন)।

এই কোম্পানির রেজিঃ নং খুলনা-৫২৮/০৪, প্রধান কার্যালয় : বাড়ি-২৩৬, রোড-১০, ফেজ-২, সোনাডাঙ্গা আ/এ, খুলনা-৯০০০, মোবাইল-০১৭১-০১৮৭৪২। খুলনার জনৈক আব্দুল আলীম এই কোম্পানির চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস এম সৈয়দ হোসেন। বিজনাসের সঙ্গে জড়িত ছিল এমন কয়েকজন সদস্য মিলে লাইফ লাইন (টিএ) লিমিটেডের ব্যানারে মিশন থারটিন (Mission-13) নামে কাজ করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন কাঁটাবন মোড়ের ২৫৩-৫৪ এলিফ্যান্ট রোডে অবস্থিত কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্সের নিচতলার (বেজমেন্ট ফ্লোর) ২৬-২৭-৩৮ নং রুম লাইফ লাইনের (মিশন থারটিন) ঢাকা অফিস।

লাইফ লাইনের পরিচালক মামুন টেলিফোনে আলাপকালে জানিয়েছেন, বর্তমানে সারা দেশে তাদের সদস্য সংখ্যা ২০ হাজার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ হাজার সদস্যসহ রাজধানী ঢাকায় মোট সদস্য প্রায় ৮ হাজার। কিন্তু লাইফ লাইন সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি সূত্রে জানা গেছে, লাইফ লাইনের সিংহভাগ সদস্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, যাদের অধিকাংশই হলে থাকেন।

মামুনের কথা মতো যদি এ পর্যন্ত ২০০০ সদস্য থেকে থাকেন তাহলে মাত্র ৬০০ টাকা হিসেবে এ পর্যন্ত ১২ কোটি টাকা তুলেছে তারা। কাউকে কোনো পণ্যও দেয়া হচ্ছে না। উল্টো টোপ দেয়া হচ্ছে কেউ যদি লাইফ লাইনের ১১টি স্তর পূর্ণ করতে পারে তাহলে সে পাবে প্রায় ৯৪ লাখ টাকা। এভাবে লোভাতুর স্বপ্ন দেখিয়ে প্রতারিত করা হচ্ছে কোমলমতি ছাত্রছাত্রী ও মানুষদের।

রাজধানীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক লাইফ লাইনের MLM পদ্ধতিতে ব্যবসা শুরু হয় জুলাই '০৪-এর শেষ সপ্তাহে। এ প্রসঙ্গে আগস্টের প্রথম সপ্তাহে কাঁটাবন মোড়ের কনকর্ড এম্পোরিয়ামে অবস্থিত লাইফ লাইন অফিসে বসে আলাপকালে এর পরিচালক ও ঢাবি'র মার্কেটিং বিভাগের ছাত্র মোহাম্মদ সবি এই প্রতিবেদককে বলেন, ২৬-২৯ জুলাই '০৪ এই চারদিন কাজ হওয়ার পর ৩১ জুলাই কমিশন বাবদ Payment দেয়া হয় ১ লাখ ৬ হাজার টাকা। আশা করা হচ্ছে, এ সপ্তাহের শেষে আগামী ৭ আগস্ট কমিশন বাবদ প্যাকেজ ক্রেতাদের ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা দেয়া হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে MLM পদ্ধতিতে ব্যবসারত মিশন থারটিন তথা লাইফ লাইনের অন্যতম পরিচালকরা হচ্ছেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের বঙ্গবন্ধু হলের সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল, একই হলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মামুন, ছাত্রদলের জিয়া হল শাখার সভাপতি ফেরদৌস আহমেদ মুন্না, ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির সাবেক দুই সদস্য সবি ও অনি এবং জিয়া হলের সাগর। 'আমরা সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের ছাত্র'- বলেছেন সোহেল ও মামুন সাপ্তাহিক ২০০০কে। অভিযোগ আছে, বিভিন্ন সময় লাইফ লাইন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আজিজুল বারী হেলালের নাম ব্যবহার করে। পরিচালকদ্বয় অবশ্য এ অভিযোগ অস্বীকার করেন। প্রসঙ্গত, ইংরেজি দৈনিক Daily Star-এ (৭ আগস্ট '০৪) দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক রাশিদুল হাসান বলেছেন, বাজার বা মার্কট যেহেতু আনলিমিটেড নয়, সেহেতু MLM পদ্ধতিতে ব্যবসার একটা পর্যায়ে উপরের স্তরের গুটিকয়েক ডিস্ট্রিবিউটর লাভবান হলেও নিচের দিকের ডিস্ট্রিবিউটরদের মারাত্মক আর্থিক লোকসান গুনতে হবে। যার পরিমাণ 'আনলিমিটেড'। তিনি অভিযোগ করেন, প্রতিটি MLM কোম্পানি বাজার মূল্যের চেয়ে অত্যধিক উচ্চমূল্যে নিম্নমানের পণ্য বিক্রি করে বিরাট অঙ্কের টাকা লাভ করে এবং এই টাকার একটি ক্ষুদ্র অংশ ডিস্ট্রিবিউটরদের কমিশন বাবদ দেয়া হয়। আর প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেয়া বিপুল পরিমাণ টাকাই MLM কোম্পানির মালিক বা পরিচালকরা মেরে দেয়। প্রফেসর হাসান অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, লোভ বা টাকা কামানোর টোপ দিয়ে এ দেশে MLM কোম্পানিগুলো যা করছে তা '১০০ ভাগ নির্ভেজাল প্রতারণা' ছাড়া আর কিছুই নয়।

মজার ব্যাপার হলো, ঢাবি'র মার্কেটিং বিভাগের ছাত্র ও লাইফ লাইনের পরিচালক সোহেলকে তার বিভাগীয় শিক্ষক অধ্যাপক রাশিদুল হাসানের বক্তব্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলা হলে তিনি (সোহেল) এ ব্যাপারে কোনো কথা বলতে রাজি হননি। তবে পণ্যের উচ্চমূল্য সম্পর্কে সোহেল জানিয়েছেন, মূলত পণ্যমূল্যটি তৈরি করা হয়েছে খুলনার বাজারদরের ভিত্তিতে। উল্লেখ্য, এই কোম্পানির হেড অফিস খুলনায়। অনুসন্ধানে জানা গেছে, লাইফ লাইনের পণ্য তালিকায় উল্লিখিত উচ্চমূল্যেই ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করেছেন, রাজনৈতিক সুবিধা লাভের টোপ দেখিয়ে হলে সিট পাওয়ার শর্ত হিসেবে ক্ষেত্র বিশেষে ছাত্রদলের ক্যাডাররা জোর করে তাদের লাইফ লাইনের ৬০০ টাকার প্যাকেজ কিনে সদস্য হতে বাধ্য করছে। উল্লেখ্য, ৬০০ টাকার প্যাকেজে কোনো পণ্য দেয়া হয় না। তবে লাইফ লাইনের পরিচালক সোহেল ও মামুন এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, প্রমাণ যদি দেখাতে পারেন টাকা ফিরিয়ে দেয়া হবে অথবা আমরা ব্যবসা ছেড়ে দেবো। এর উত্তরে বলা হয়, ছাত্ররা ব্যক্তিগত নিরাপত্তায় শঙ্কিত বিধায় তারা পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক। প্রত্যুত্তরে সোহেল এই প্রতিবেদককে হলুদ সাংবাদিকতা করার অভিযোগে অভিযুক্ত করে বলেন, আপনি নিজ থেকে বানিয়ে মিথ্যা কথা বলছেন। হয় অভিযোগকারী ছাত্রকে সামনে এনে প্রমাণ করুন অথবা হলুদ সাংবাদিকতা ছাড়ুন। এ সময় তাদের অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আবারও জানিয়ে দেয়া হয়, ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তাদের কারো নাম ও পরিচয় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সর্বোপরি, নাম ও পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক ব্যক্তির নাম ও পরিচয় গোপন রাখতে একজন সাংবাদিক নৈতিকভাবে বাধ্য এবং সারা বিশ্বের সংবাদপত্রে এই নীতি মেনে চলা হয়। লাইফ লাইনের পরিচালকদ্বয় মামুন ও সোহেল ভিন্ন ভিন্ন সময়ে টেলিফোনে আলাপকালে সাপ্তাহিক ২০০০-এর কাছে স্বীকার করেছেন, ৬০০ টাকা নিয়ে ছাত্রদের সদস্য করা হচ্ছে। অর্থাৎ একটি পণ্যের মূল্য যদি ১৫০০ টাকা হয়, সে ক্ষেত্রে বাকি ৯০০ টাকা পরিশোধের সঙ্গে সঙ্গে একজন সদস্য পণ্যটি পেয়ে যাবেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বাজারে যেহেতু নগদ টাকা দিয়ে অথবা প্রাথমিক কিস্তির (Down Payment) টাকা জমা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন ক্রেতা পণ্যটি পেয়ে যান, সেখানে অগ্রিম বাবদ ৬০০ টাকা দিয়ে সদস্য হওয়া এবং পরবর্তীতে বাকি টাকা পরিশোধ করে সেই পণ্য কিনতে যাবে কেন একজন ক্রেতা? কেন একজন ক্রেতা একটি MLM কোম্পানি থেকে পণ্য ক্রয় করবেন। যেখানে বাজারের মূল্যের চেয়ে অত্যধিক উচ্চমূল্যে অত্যন্ত নিম্নমানের পণ্য ধরিয়ে দেয়া হয় 'কমিশন, বোনাস ও ডিসকাউন্টের' মুলা ঝুলিয়ে? এসব প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের ছাত্র ও লাইফ লাইনের পরিচালকদ্বয় মামুন কিংবা সোহেল। আসলে ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। তবে অভিজ্ঞজনদের মন্তব্য, পুরো ডালই কালা হ্যায়!

এদিকে বিজনাস ডট কম দ্বিতীয় দফা তাদের নাম পরিবর্তন করার পর সাপ্তাহিক ২০০০-এর রিপোর্টিংয়ের প্রতিবাদে একটি দৈনিকে বিজ্ঞাপন ছাপে। সেখানে কোম্পানির নামে আরেক দফা পরিবর্তন আনা হয়। শুধু বিজনাস নামে দেয়া এই বিজ্ঞাপনে ২০০০-এ ছাপা হওয়া কোনো তথ্যেরই প্রতিবাদ জানানো হয়নি। স্পষ্ট করে বলা হয়নি ২০০০-এ প্রকাশিত কোন তথ্যটি ভুল। বিজনাস নিজেদের স্বপক্ষে কোনো যুক্তিই তুলে ধরতে পারেনি। বিজ্ঞাপনী প্রতিবাদে বিজনাস বলেছে, বাংলাদেশের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে তারা ব্যবসা করে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, বিজনাস বাংলাদেশে প্রচলিত নিয়মে ব্যবসা করছে না। কারণ বোর্ড অফ ইনভেস্টমেন্ট স্পষ্ট করে বলেছে, বাংলাদেশে কথিত এমএলএম (মাল্টি লেভেল মার্কেটিং) মার্কেটিংয়ের কোনো নীতিমালা নেই। একদা জিজিএনের সঙ্গে জড়িত, বর্তমানে ডেসটিনি ২০০০-এর মূল ব্যক্তি রফিকুল আমীন নিজেই স্বীকার করেছেন এমএলএমের কোনো নীতিমালা এ দেশে নেই। বাংলাদেশ আইটির নামে ট্রেড লাইসেন্স করে দুই নম্বরি উপায়ে বিজনাস ডট কমের মাধ্যমে বাণিজ্য করা কতোটুকু প্রচলিত আইন অনুসারে করা হচ্ছে? কম্পিউটার প্রশিক্ষণের নামে হাজার হাজার ছাত্রজনতাকে কোনো রকম প্রশিক্ষণের আওতায় না এনে শুধু টাকা হাতিয়ে নেয়াটা কি প্রচলিত আইনের মধ্যে পড়ে? বিজনাসের কথিত মালিক তাহির মুহম্মদ চৌধুরী, জাকারিয়া ওরফে জাকির ও তারিকুল হুদা সরকার গং যে পুরোটাই অবৈধ ব্যবসা করছে তার বড় প্রমাণ বিজনাস থেকে বিতাড়িত এমডি আ ন ম রফিকুল ইসলাম সেলিমের বক্তব্য। সেলিম জানিয়েছেন, সাপ্তাহিক ২০০০-এ প্রকাশিত হওয়া পর পর তিনটি রিপোর্টে কোনো রকম তথ্য বিকৃতি ঘটানো হয়নি। বিজনাসের বর্তমান কর্তৃপক্ষের দুই নম্বরি নিয়ে সেলিম প্রেস কনফারেন্স করবেন বলে জানিয়েছেন। এ ছাড়া সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তিনি বিজনাসের এজিএম ডাকবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আসলে বিজনাস নিয়ে দুই পক্ষ এখন দখলী কার্যক্রমে লিপ্ত রয়েছে। মাঝে হাজার মানুষ প্রতারিত হয়েছেন।